[২০১৮] ১০ এস. সি. আর. ৯৫৯

কে. কিষাণ

বনাম

মেসার্স বিজয় নির্মল কোম্পানি পিভিটি লিমিটেড

(২০১৭ সালের দেওয়ানী আপিল নং ২১৮২৪)

১৪, আগস্ট, ২০১৮

[আর. এফ. নারিমান এবং ইন্দু মালহোত্রা, বিচারপতিদ্বয়]

ইনসল্‌ভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬: ধারা ৯ – এমন একটি অপারেশনাল ঋণের ক্ষেত্রে বিধির কার্যকারিতা আরোপ করা যেখানে অপারেশনাল ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে একটি সালিসি রায় প্রদান করা হয়েছে, যা এখনো চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা হয়নি – সালিসি রায় উত্তরদাতার পক্ষে – বিধির ধারা ৮-এর অধীনে কেসিপিএল-কে রায়ের পরিমাণ প্রদানের জন্য নোটিশ পাঠানো হয় – ১০ দিনের মধ্যে, কেসিপিএল চালান নিয়ে বিতর্ক করেছে এবং ধারা ৩৪-এর অধীনে আবেদন দায়ের করেছে – এর পর, উত্তরদাতা ধারা ৯-এর অধীনে আবেদন করেছে – রায়: কোড অনুযায়ী, অপারেশনাল ঋণের ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে ঋণটি বিতর্কিত কি না – সালিসি রায়ের বিরুদ্ধে ধারা ৩৪-এর আবেদন দাখিল প্রমাণ করে যে একটি পূর্ববর্তী বিতর্ক, যা প্রাথমিক পর্যায়ে রায়ে পরিণত হয়েছিল, তা ধারা ৩৪ এবং ৩৭-এর অধীনে চূড়ান্ত বিচার প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে – অপারেশনাল ঋণদাতারা দেউলিয়া কোডকে অগ্রিম বা বহিরাগত কারণের জন্য বা ঋণ প্রয়োগের পদ্ধতির বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন না – বিচার প্রক্রিয়া এখনো চলমান থাকা সত্ত্বেও, চূড়ান্তভাবে প্রদেয় না হওয়া একটি পরিমাণ আদায়ের জন্য কোড ব্যবহার করা যাবে না – বিধির উদ্দেশ্য, অন্তত অপারেশনাল ঋণদাতাদের ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরু করা যেখানে ঋণের পরিমাণ নিয়ে কোনো বাস্তব বিতর্ক নেই – বিধির ধারা ৯(৫)(ii)(ডি)-এর পাঠ থেকে বোঝা যায় যে ধারা ৮-এর অধীনে একটি আবেদন প্রত্যাখ্যান করা উচিত যদি অপারেশনাল ঋণদাতা বিতর্কের নোটিশ পেয়ে থাকে – এই ক্ষেত্রে, বিধির ধারা ৮-এর অধীনে নোটিশ প্রদানের ভিত্তি ছিল যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে একটি সালিসি রায় ছিল এবং নোটিশের জবাব ১০ দিনের মধ্যে দিয়ে বিতর্কের অস্তিত্ব উত্থাপন করা হয়েছিল – সালিসি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা পাল্টা দাবি বাতিল করা হয়েছিল, যা ধারা ৩৪-এর আবেদনের বিষয়ও ছিল – পাল্টা দাবি নং ১ এবং ২ প্রমাণের অভাবে বাতিল করা হয়েছিল, তবে পাল্টা দাবি নং ৩, যা একটি বড় পরিমাণ উত্থাপন করেছিল, তা মূল্যের সমন্বয় ধারার ভিত্তিতে মেধাগত কারণে বাতিল করা হয়েছিল – তাই, এই পর্যায়ে বলা যায় না যে পক্ষগুলির মধ্যে কোনো বিতর্ক ছিল না।

ইনসল্‌ভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬: ধারা, ২৩৮-নন-অব্‌স্ট্যান্ট ক্লজ-অনুষ্ঠিতঃ কোড এবং আরবিট্রেশন অ্যাক্টের মধ্যে কোনও অসঙ্গতি থাকলে বিধির ধারা, ২৩৮ প্রযোজ্য হবে-তাত্‌ক্ষণিক ক্ষেত্রে, এই ধরনের কোনও অসঙ্গতি নেই-বিপরীতে, আরবিট্রেশন অ্যাক্টের অধীনে গৃহীত পুরষ্কারটি তার বিরোধের জন্য নেওয়া পদক্ষেপগুলির সাথে একত্রে কেবল এটি স্পষ্ট করে দেবে যে অপারেশনাল ঋণটি বিতর্কিত হয়-আপিল ট্রাইব্যুনাল, যখন এটি ২০১৬ সালের নিয়মের ফর্ম ভি অংশ ৫-এর উপর নির্ভর করে বলে যে অপারেশনাল ঋণ প্রমাণিত হয়েছে বলে বলা হবে, তখন অনুচ্ছেদ ৩৪ মোবিলক্স ইনোভেশন মামলা-আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট, ১৯৯৬-এর গুরুত্বপূর্ণ উপ-ধারা (iii) মিস হয়ে যাবে।

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

বলেঃ ১, কার্যকরী ঋণদাতারা অকালে বা বহিরাগত বিবেচনার জন্য বা ঋণ প্রয়োগকারী পদ্ধতির বিকল্প হিসাবে ইনসল্‌ভেন্সি কোডটি ব্যবহার করতে পারবেন না। একটি সালিসী রায়ে অন্তর্ভুক্ত একটি কার্যকরী ঋণের উদ্বেগজনক ফলাফল, দুই লক্ষ টাকা, সম্‌ভবত কয়েক কোটি টাকার অন্যথায় দ্রাবক সংস্থাকে বিপন্ন করতে পারে না। এই ধরনের সংস্থা তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত সালিসী রায়কে বিরোধ করছে বলে বলার অধিকারের মধ্যে থাকবে এবং বিরোধের নিছক তথ্যই এই বলার জন্য যথেষ্ট হবে যে এটি পুরষ্কারের বিরোধিতা করে। বিধির উদ্দেশ্য, অন্ততপক্ষে কার্যকরী ঋণদাতাদের ক্ষেত্রে, কর্পোরেট ঋণদাতার বিরুদ্ধে দেউলিয়া প্রক্রিয়াটি কেবলমাত্র স্পষ্ট ক্ষেত্রেই রাখা হয় যেখানে ঋণের বিষয়ে পক্ষগুলির মধ্যে প্রকৃত বিরোধ বিদ্যমান থাকে না। [অনুচ্ছেদ ১৩] [৯৬৯-জি-এইচ; ৯৭০-বি]

মোবিলক্স ইনোভেশনস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম কিরুসা সফটওয়্যার প্রাইভেট লিমিটেড (২০১৮) ১ এসসিসি ৩৫৩ – নির্ভর করা হয়েছে।

এ কোম্পানি - ভিক্টরি হাউস বিচারপতিনারেল পার্টনার লিমিটেড বনাম আরজিবি পি & সি লিমিটেড [২০১৮] ইডব্লিউএইচসি ১১৪৩ (চ); রি বায়োইল এসএ [১৯৯৯] ১ ডব্লিউএলআর ১৪৭; লিম পোহইও (অলিয়াস লিম অ্যাস্টার) এবং টি এস অং কনস্ট্রাকশন পি টি ই লিমিটেড [২০১৬] এসজিএইচসি ১৭৯; এলকেএম ইনভেস্টমেন্ট হোল্ডিংস পি টি ই লিমিটেড বনাম ক্যাথে থিয়েটার্স পি টি ই লিমিটেড [২০০০] এসজিএইচসি ১৩; র‍্যামসে হেলথ কেয়ার অস্ট্রেলিয়া পিটি লিমিটেড বনাম অ্যাড্রিয়ান জন কম্পটন [২০১৭] এইচসিএ ২৮ – উল্লেখ করা হয়েছে।

২. বিধির অধীনে, পরিচালন ঋণের ক্ষেত্রে, যা দেখতে হবে তা হল উক্ত ঋণকে বিতর্কিত বলা যেতে পারে কিনা এবং একটি সালিসী পুরস্কারের বিরুদ্ধে ৩৪ ধারার পিটিশন দাখিল করা দেখায় যে একটি পূর্ব-বিদ্যমান বিরোধ যা একটি পুরস্কারের কার্যধারার প্রথম পর্যায়ে শেষ হয়, পুরস্কারের পরেও অব্যাহত থাকে, অন্তত ৩৪ এবং ৩৭ ধারার অধীনে চূড়ান্ত বিচার প্রক্রিয়া না হওয়া পর্যন্ত। এমন মামলাগুলি থাকতে পারে যেখানে কোনও সালিসী রায়কে বিরোধ করে ৩৪ ধারার আবেদন স্পষ্টভাবে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ করা যেতে পারে, যাতে আদালতের কাছে এটি প্রদর্শিত করা যেতে পারে যে ৯০ দিনের সময়সীমা এবং ৩০ দিনের বিবেচনার মেয়াদ স্পষ্টভাবে শেষ হয়ে গেছে, যার পরে ৩৪ ধারার অধীনে কোনও পিটিশন দায়ের করা হয়নি বা ৩৪ ধারার অধীনে বিলম্বিত পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। কেবলমাত্র এমন স্পষ্ট ক্ষেত্রেই দেউলিয়া প্রক্রিয়াটি কার্যকর করা যেতে পারে। এমন অন্যান্য মামলাও থাকতে পারে যেখানে ভুল আদালতে ৩৪ ধারার আবেদন দায়ের করা হতে পারে, যার ফলস্বরূপ আবেদনকারী সালিসি আইনের ৩৪ (৩) ধারায় নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার সীমা অতিক্রম করার জন্য সীমাবদ্ধতা আইনের ১৪ ধারার আবেদন দাবি করতে পারেন। এই ধরনের ক্ষেত্রেও, এটি স্পষ্ট যে সীমাবদ্ধতা আইনের ১৪ ধারার প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে রায় না দিয়ে দেউলিয়া প্রক্রিয়া কার্যকর করা যাবে না। [অনুচ্ছেদ ১৮,১৯,২০] [৯৭২-ই-এইচ; ৯৭৩-এ]

৩. আপিল ট্রাইব্যুনাল বিধির ধারা ২৩৮ উল্লেখ করার ক্ষেত্রে ভুল করেছিল। আপিল ট্রাইব্যুনাল যখন ২০১৬ সালের বিধিমালার ফর্ম ৫-এর উপর নির্ভর করে বলে যে পরিচালন ঋণ তাই প্রমাণিত হয়েছে, তখন মোবিলক্স ইনোভেশন মামলার ৩৪ নং অনুচ্ছেদের গুরুত্বপূর্ণ উপ-ধারাটি (ইন) মিস করে। এমনকি যদি এটি স্পষ্ট হয় যে পরিচালন ঋণের রেকর্ড রয়েছে, তবে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে উক্ত ঋণটি বিতর্কিত হবে না। যদি মোবিলক্স ইনোভেশন মামলায় নির্ধারিত পরামিতিগুলির মধ্যে বিতর্কিত হয়, তবে একটি দেউলিয়া পিটিশন আরও এগিয়ে নেওয়া যায় না। [অনুচ্ছেদ ২২,২৩]। [৯৭৩-সি-ডি, ই-এফ]

মামলা আইন প্রসঙ্গ

(২০১৮) ১ এস. সি. সি. ৩৫৩ উপর নির্ভরশীল অনুচ্ছেদ ৩

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৭ সালের দেওয়ানী আপিল নং ২১৮২৪।

জাতীয়কোম্পানিআইনআপিলট্রাইব্যুনালের২০.১১.২০১৭তারিখেররায়ওআদেশ, কোম্পানিআপিল (এটি) (দেউলিয়া) নম্বর২১১, ২০১৭থেকে

সাথে

সিভিলআপিলনম্বর২১৮২৫, ২০১৭

অ্যাপেলেন্টেরপক্ষে: গৌরবব্যানার্জি, প্রবীণআইনজীবী, সুশান্তরেড্ডি, গৌতমসিং, এস.পি. মুখার্জি, রাকাচ্যাটার্জি, মোহিতপাণ্ডে, সাহিলটাগোত্রা, মিসমণিষাসিং, মিসেসডি.ভারাথিরেড্ডি, হর্শাপিচারা, মিসপ্রিয়াঙ্কাত্যাগী, আইনজীবীগণ।

প্রতিবাদীরপক্ষে: ড. পি. ভি. অমরনাথপ্রাসাদ, সঞ্জয়কুমারছেত্রী, বিজয়শ্রীপট্টনায়ক, সাদিনেনিরবিকুমার, আইনজীবীগণ।
কোর্টেররায়প্রদানকরেছেন:

আদালতের রায়টি **আর. এফ. নরিম্যান, বিচারপতি** দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল।

১, বর্তমান আপিলগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে ইনসল্ভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬ (এরপরে "কোড" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) একটি পরিচালন ঋণের ক্ষেত্রে আহ্বান করা যেতে পারে কিনা যেখানে পরিচালন ঋণদাতার বিরুদ্ধে একটি সালিসী পুরস্কার পাস করা হয়েছে, যা এখনও শেষ পর্যন্ত রায় দেওয়া হয়নি।

২. বর্তমান বিতর্ককে উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত তথ্যগুলি নিম্নরূপঃ-

i) বর্তমান ক্ষেত্রে, মেসার্স ভিয়ে নির্মাণ কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড (উত্তরদাতা) মেসার্স ক্ষীরাবাদ কনস্ট্রাকশনস প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে একটি উপ-চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। (সংক্ষেপে "কে. সি. পি. এল") ধারা ২-এর ৫০ শতাংশ কাজ "আর. টি. নির্মাণ ও প্রশস্তকরণের জন্য বিদ্যমান দুই লেনের মহাসড়কের চার লেনের জন্য এন. এইচ. ৬৭-এ ১৯০০০০ কিলোমিটার থেকে ২১,৮২১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত যা কে. সি. পি. এল-এর পক্ষে এবং পক্ষে মোট ২৮.২১৫ কিলোমিটার।"

ii) এই চুক্তি ছাড়াও, উক্ত কে. পি. সি. এল এবং ব্যাঙ্গালোরের এক মেসার্স এস. ডি. এম প্রবিচারপতিক্টস প্রাইভেট লিমিটেডের মধ্যে একই তারিখের একটি পৃথক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যার ফলস্বরূপ, কে. সি. পি. এল., মেসার্স এস. ডি. এম প্রবিচারপতিক্টস প্রাইভেট লিমিটেড এবং উত্তরদাতার মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

iii) প্রকল্পের কাজ চলাকালীন, পক্ষগুলির মধ্যে বিতর্ক এবং পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেগুলি একটি সালিসি ট্রাইব্যুনালে পাঠানো হয়েছিল, যা ২১.০১.২০১৭ তারিখে তার রায় প্রদান করে। ওই রায়ের একটি দাবী, যা অনুমোদিত হয়েছিল, তা ছিল প্রতিপক্ষের পক্ষে রু. ১,৭১,৯৮,৩০২/- যা কিছু অন্তবর্তীকালীন পেমেন্ট সার্টিফিকেট থেকে উদ্ভূত হয়। আরেকটি অনুমোদিত দাবী ছিল উচ্চ পরিমাণের পেমেন্টের ক্ষেত্রে, যেখানে রু. ১৩,৫৬,৯৮,৬২৪/- পুরস্কৃত হয়েছিল। প্রতিপক্ষের তিনটি পাল্টা দাবী বাতিল করা হয়েছিল।

iv) এ পর্যায়ে এটি লক্ষ্যণীয় যে, ০৬.০২.২০১৭ তারিখে প্রতিপক্ষ কেসিপিএলকে রু. ১,৭৯,০০,১৬৬/- পরিশোধের জন্য একটি নোটিশ পাঠিয়েছিল। এই নোটিশটি কোডের ধারা ৮ এর অধীনে নোটিশ বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। ১০ দিনের মধ্যে, ১৬.০২.২০১৭ তারিখে একটি চিঠির মাধ্যমে কেসিপিএল উল্লিখিত নোটিশে যে চালানটি উল্লেখ করা হয়েছিল তা বিতর্কিত করে, stating যে উক্ত পরিমাণ আসলে একটি সালিসি প্রক্রিয়ার বিষয়বস্তু ছিল, এবং কেসিপিএলের হিসাব অনুযায়ী, প্রতিপক্ষ তাদের পক্ষে আরও বড় পরিমাণ পরিশোধের জন্য দায়ী।

v) এটি লক্ষ্য করা যেতে পারে যে নোটিশ এবং জবাবের পর, ২০.০৪.২০১৭ তারিখে কেসিপিএল সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ (এখন থেকে "আইন" হিসেবে উল্লেখ করা হবে) এর অধীনে ধারা ৩৪ এর আবেদন দায়ের করে, উল্লিখিত রায়ের বিরুদ্ধে বিরোধ জানিয়ে। এটি অতি প্রয়োজনীয় যে, এই আবেদনটি আইন এর ধারা ৩৪(৩) অনুযায়ী নির্ধারিত সীমা সময়ের মধ্যে দায়ের করা হয়েছিল।

vi) এর পরেই ১৪.০৭.২০১৭ তারিখে কোডের ধারা ৯ এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করা হয়। জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল ('এনসিএলটি')-এর কাছে উপস্থাপিত মামলার সারমর্মে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে:-

উপরোক্ত পরিমাণটি ১৭.০৮.২০১৪ তারিখে সালিসি ট্রাইব্যুনালে দায়ের করা দাবী বিবৃতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল, অন্যান্য দাবীর সাথে। ট্রাইব্যুনাল ২১.০১.২০১৭ তারিখে তার রায় প্রদান করে এবং ভি এন সি পি এল-এর উপরোক্ত দাবী মেনে নিয়ে, উল্লিখিত পরিমাণ ভি এন সি পি এল -এর পক্ষে এবং কেসিপিএল-এর বিরুদ্ধে পুরস্কৃত করে। (রায়ের কপি সংযুক্ত)

> তাহলে, উপরের পরিমাণটি একটি 'অপারেশনাল ঋণ' হয়ে গেছে, যা কোম্পানী ঋণগ্রহীতা মেসার্স কেসিপিএলকে পরিশোধ করতে হবে, যা আই এবং বি আইন ২০১৬-এর ধারা ৩(১১) অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত।
>
> আই এবং বি আইন ২০১৬-এর ধারা ৮(১)-এ ফর্ম-৩ অনুসারে একটি নোটিশ ইতিমধ্যেই কোম্পানী ঋণগ্রহীতা মেসার্স কেসিপিএল-কে পাঠানো হয়েছে এবং কেসিপিএল থেকে প্রাপ্ত জবাবও এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে, যা তাত্ক্ষণিক রেফারেন্সের জন্য উপলব্ধ।

এন. সি. এল. টি-র সামনে পাল্টা হলফনামায় বলা হয়েছিলঃ

> "১০. আমি শ্রদ্ধাভরে আবেদন করছি যে, আবেদনকারীর যুক্তি সংক্ষেপে হল যে, যেহেতু এখানে একজন সালিসি প্রক্রিয়ায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একটি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে, যদিও প্রতিপক্ষ উক্ত পুরস্কারের বিরুদ্ধে একটি আবেদন (ধারা ৩৪) সালিসি ও সমঝোতা আইন অনুযায়ী যোগ্য আদালতে দায়ের করেছে, তবুও বর্তমান আবেদন কোডের ধারা ৯-এর অধীনে গ্রহণযোগ্য, যদিও প্রতিপক্ষ তার প্রতিক্রিয়া ০৬-০২-২০১৭ এবং ০৫-০৬-২০১৭ তারিখে কোডের ধারা ৮(২)-এর অধীনে নোটিশের বিরুদ্ধে বিরোধ উত্থাপন করেছে।
>
> ১১. আমি শ্রদ্ধাভরে আবেদন করছি যে, প্রতিপক্ষ কোম্পানি ইতিমধ্যেই বর্তমান আবেদন দায়ের হওয়ার পূর্বে, সালিসি প্রক্রিয়ায় একটি পাল্টা দাবী হিসেবে বিরোধ উত্থাপন করেছিল এবং বর্তমানে এটি সম্মানিত বাণিজ্যিক আদালত কুম XXIV অতিরিক্ত মুখ্য বিচারক, সিটি সিভিল কোর্ট, হায়দ্রাবাদে বিচারাধীন রয়েছে, যেখানে সালিসি ও সমঝোতা আইন অনুযায়ী ধারা ৩৪-এ একটি আবেদন দায়ের করা হয়েছে। সম্মানিত আদালতে দায়েরকৃত এবং বিচারাধীন ধারা ৩৪ আবেদনটির কপি এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে, যা সন সনযজন আর-৬ হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।"

vii) এনসিএলটি, ২৯.০৮.২০১৭ তারিখের তার আদেশে, উপরোক্ত সত্যগুলি উল্লেখ করেছে, এবং এটি উল্লেখ করেছে যে, যেহেতু সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর ধারা ৩৪-এর অধীনে যেই পুরস্কার বিরোধ করা হয়েছিল, সেখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রথম প্রতিপক্ষ (অর্থাৎ, কোম্পানী ঋণগ্রহীতা)-এর জন্য আইনজীবী এটি মেনে নিয়েছিলেন যে দাবি প্রাপ্য রু. ১,৭১,৯৮,৩০২/-। এনসিএলটির মতে, ধারা ৩৪ আবেদন মুলতুবি থাকা সত্ত্বেও এটি অপ্রাসঙ্গিক, কারণ দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে এবং পুরস্কারের উপর কোন স্থগিতাদেশ নেই। এই কারণে, সুতরাং, ধারা ৯ এর আবেদন গ্রহণ করা হয়েছিল।

viii) একটি আপিল ট্রাইব্যুনালে দায়ের করা হলে একই ফল পাওয়া যায়, কারণ আপিল ট্রাইব্যুনালের মতে, কোডের ধারা ২৩৮-এ থাকা অ-অবস্থা ক্লজ সালিসি আইনকে অগ্রাহ্য করবে। এছাড়াও, আপিল ট্রাইব্যুনালের মতে, যেহেতু ২০১৬ সালের ইনসোলভেন্সি ও ব্যাংক্রাপ্টসি (অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটি-তে আবেদন) বিধি, ২০১৬ এর পার্ট ৫-এর ফর্ম V-এ একটি সালিসি প্যানেলের আদেশের বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে, যা ডিফল্ট সম্পর্কে নিষ্পত্তি করে, এটি "একটি অপারেশনাল ঋণের রেকর্ড" হিসাবে গণ্য হবে, যার ফলস্বরূপ আবেদনটি গ্রহণযোগ্য হবে, যেমনটি এনসিএলটি সঠিকভাবে করেছে। আপিলটি, অতএব, খারিজ করা হয়েছিল।

৩. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী জনাব গৌরব ব্যানার্জি মোবিলক্স ইনোভেশনস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম কিরাসা সফ্টওয়্যার প্রাইভেট লিমিটেড, (২০১৮) ১ এস. সি. সি ৩৫৩ মামলায় আমাদের রায়ে করা কিছু পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করেছেন এবং যুক্তি দিয়েছেন যে বিধির উদ্দেশ্য সালিসি আইন, ১৯৯৬ সহ অন্যান্য আইনের অধীনে ঋণের বিচার ও প্রয়োগকে প্রতিস্থাপন করা নয়। তিনি বিশেষত অনুচ্ছেদ ৫১-এর উপর নির্ভর করেছেন, যার অধীনে, তাঁর মতে, যে মুহূর্তে পক্ষগুলির মধ্যে একটি প্রকৃত বিরোধ রয়েছে, যা "সৎ বিরোধ" হওয়ার দরকার নেই, যা আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, দেউলিয়া কোড প্রয়োগ করা যাবে না। বর্তমান মামলায়, তাঁর মতে, ৩৪ ধারার একটি পিটিশন বিচারাধীন থাকার বিষয়টি পক্ষগুলির মধ্যে একটি প্রকৃত বিরোধের প্রতিফলন, যা আগে থেকে বিদ্যমান ছিল, এবং যা একটি সালিসী পুরস্কারে পরিণত হয়েছিল যা এখনও চূড়ান্ততা অর্জন করতে পারেনি। এছাড়াও, বিদ্বান সিনিয়র অ্যাটর্নিটির মতে, বিদ্বান সালিসী ট্রাইব্যুনাল দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ক্রস-দাবিগুলি তার মক্কেলের বিরুদ্ধে প্রদত্ত পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি ছিল, এবং যদি তাদের মধ্যে কাউকে ভুলভাবে খারিজ করা হয়, বিশেষত, পাল্টা দাবি নং ৩ টাকা। ১৯,৮৮,২০,৪৭৫/-, এটি স্পষ্ট যে তার মক্কেল কার্যকরী ঋণদাতার কাছে কোনও পরিমাণ অর্থ পাওনা হবে না। তিনি কিছু রায়ের উপরও নির্ভর করেছিলেন, যা আমরা পরে আলোচনা করব। তাঁর বক্তব্যকে আরও জোরদার করার জন্য, তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রয়োজনীয় টি হল যে কোনও রূপে বিরোধ রয়েছে যার মধ্যে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার দ্বারা পরিচালিত ঋণদাতার বিরুদ্ধে করা ক্রস দাবি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তাঁর মতে, আপিল ট্রাইব্যুনাল বিধির ধারা ২৩৮ প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভুল ছিল, কারণ মিঃ ব্যানার্জির মতে, সালিসি আইনের অধীনে বিচার ও প্রয়োগ প্রক্রিয়া এবং বিধির ধারা ৮ ও ৯ প্রয়োগের মধ্যে কোনও অসঙ্গতি নেই। প্রকৃতপক্ষে, বিদ্বান প্রবীণ উকিলের মতে, বিচারাধীন কার্যধারার বিষয়টি, সেগুলি কোনও পুরষ্কারে পরিণত হওয়া কার্যধারা হোক বা তার পরে কার্যধারাকে বিরোধ করা হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে, এটি দেখাবে যে একটি পরিচালন ঋণ হিসাবে একটি বিরোধ রয়েছে যা বকেয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাই, এই উদ্দেশ্যে সালিসি আইনের উপর নির্ভর করা যেতে পারে, এর এবং বিধির মধ্যে অসঙ্গতিপূর্ণ কিছুই নেই।

৪. উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী ডঃ পি. ভি. আমামাধা প্রসাদ উত্তরে যুক্তি দেখিয়েছেন যে যুক্তরাজ্যের আইন এবং তার অধীনে অনুশীলন নির্দেশাবলী অনুসারে, একটি দেউলিয়া প্রক্রিয়া অচল হয়ে যায় না কারণ রায়, আদেশ বা সিদ্ধান্ত বাতিল করার আবেদনটি আপিলের মধ্যে বা অন্যথায় বিচারাধীন রয়েছে। তিনি সিঙ্গাপুরের আইনের কথাও উল্লেখ করেছিলেন এবং সিঙ্গাপুর হাইকোর্টের একটি রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন যে একবার এটি পেয়েছে যে একটি

ঋণের অস্তিত্ব নির্দেশ করে এমন পক্ষগুলির মধ্যে প্রাথমিক বিচার, আপিলে বা ঋণ নিয়ে অন্যথায় বিচারাধীন যে কোনও বিরোধকে ঋণগ্রহীতার দ্বারা সত্যিকারের বিতর্কিত বলা যায় না। তাঁর মতে, আপিল ট্রাইব্যুনাল বিধির ২৩৮ ধারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে একেবারে সঠিক ছিল, কারণ বিধির প্রয়োগ এবং ৩৪ ধারার কার্যধারার মধ্যে সরাসরি অসঙ্গতি থাকবে যা বিচারাধীন বলে বলা হয়েছিল এবং যা তাঁর মতে, তিনি যে আইনটি উদ্ধৃত করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক ছিল না।

৫. উভয় পক্ষের বিজ্ঞ পরামর্শ শোনার পর, বিধির ধারা ৯ (৫)-এ প্রথমে বিজ্ঞাপন দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ যা নিম্নরূপ বলেঃ-

৯ (৫) উপ-ধারা (২)-এর অধীনে আবেদন প্রাপ্তির চৌদ্দ দিনের মধ্যে বিচার কর্তৃপক্ষ একটি আদেশের মাধ্যমে-(১) আবেদনটি গ্রহণ করবে এবং পরিচালন ঋণদাতা এবং কর্পোরেট ঋণদাতার কাছে এই ধরনের সিদ্ধান্ত জানাবে,-

(ক) উপ-ধারা (২) -এর অধীনে আবেদন সম্পূর্ণ;

(খ) পরিশোধ না করা পরিচালন ঋণের কোনও পরিশোধ নেই;

(গ) কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কাছে পরিশোধের জন্য চালান বা নোটিশ পরিচালন ঋণদাতার দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে;

(ঘ) কার্যকরী ঋণদাতার দ্বারা কোনও বিরোধের নোটিশ পাওয়া যায়নি বা তথ্য উপযোগে বিরোধের কোনও রেকর্ড নেই; এবং

(ঙ) উপ-ধারা (৪) এর অধীনে প্রস্তাবিত কোনও রেজোলিউশন পেশাদারের বিরুদ্ধে কোনও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা বিচারাধীন নেই।

(ii) আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করুন এবং পরিচালন ঋণদাতা এবং কর্পোরেট ঋণদাতার কাছে এই ধরনের সিদ্ধান্ত জানান, যদি-

(ক) উপ-ধারা (২) এর অধীনে করা আবেদন অসম্পূর্ণ;

(খ) পরিশোধ না করা পরিচালন ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে;

(গ) ঋণদাতা কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কাছে পরিশোধের জন্য চালান বা নোটিশ সরবরাহ করেননি;

(ঘ) পরিচালন ঋণদাতার দ্বারা বিরোধের নোটিশ প্রাপ্ত হয়েছে বা তথ্য উপযোগে বিরোধের রেকর্ড রয়েছে; অথবা

(ঙ) যে কোনও প্রস্তাবিত সমাধান পেশাদারের বিরুদ্ধে যে কোনও শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম বিচারাধীন রয়েছেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিচার কর্তৃপক্ষ, দফা (ii)-এর উপ-শর্ত (ক)-এর অধীনে কোনও আবেদন প্রত্যাখ্যান করার আগে আবেদনকারীকে বিচারকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই ধরনের নোটিশকে একটি নোটিশ দেবে

প্রাপ্তির তারিখের সাত দিনের মধ্যে তার আবেদনে ত্রুটি সংশোধন করতে হবে।

ধারা ৯ (৫) (১১) (ঘ) পাঠ করলে দেখা যাবে যে ধারা ৮-এর অধীনে একটি আবেদন অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে যদি কোনও বিরোধের নোটিশ কার্যকরী ঋণদাতার দ্বারা প্রাপ্ত হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে, এটি স্পষ্ট যে কোড ১-এর ধারা ৮-এর অধীনে নোটিশের পুরো ভিত্তি হল যে আপিলকারীর বিরুদ্ধে ২১.০৭.২০১৭-এ একটি সালিসী পুরস্কার পাস করা হয়েছিল। যেমনটি আমাদের দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে, এটি দেউলিয়া আবেদনের সাথে দায়ের করা মামলার সারমর্ম থেকে স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয়। এই সত্য যে ধারা ৮-এর অধীনে প্রদত্ত নোটিশের জন্য ১৬.০২.২০১৭-এর উত্তর ১০ দিনের মধ্যে ছিল এবং একটি বিরোধের অস্তিত্ব উত্থাপন করেছিল, তাতেও সন্দেহ করা যায় না।

৬. যাইহোক, উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি দৃঢ়ভাবে এই বিষয়টির উপর নির্ভর করেছিলেন যে এটি কোনও সাধারণ মামলা নয়, কারণ সালিসী কার্যধারায় মিঃ ব্যানার্জির মক্কেল কর্তৃক প্রদত্ত ১.৭১ কোটি টাকার পরিমাণ বকেয়া ঋণ হিসাবে স্বীকার করা হয়েছিল এবং এটি তাই হওয়ায়, এই বিষয়ে কোনও বিতর্ক হতে পারে না। আমরা আশঙ্কা করছি যে আমরা একমত হতে পারছি না। যেমনটি মিঃ ব্যানার্জি সঠিকভাবে উল্লেখ করেছিলেন, এর চেয়ে বেশি পরিমাণের পাল্টা দাবিগুলি লর্ড আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনাল দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, যা প্রত্যাখ্যানও আইনের ধারা ৩৪ এর অধীনে একটি পিটিশনে বিরোধের বিষয়। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে পাল্টা দাবি নং, ১ এবং ২ বিপরীতে, যা প্রমাণের অভাবে সালিসী ট্রাইব্যুনাল দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, পাল্টা দাবি নং ৩ যা যোগ্যতার ভিত্তিতে মূল্য সমন্বয় ধারার ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। অতএব, কার্যধারার এই পর্যায়ে বলা কঠিন যে, পক্ষগুলির মধ্যে কোনও বিরোধ থাকবে না।

৭. মোবিলক্স ইনোভেশনস (সুপ্রা)-এ আমাদের সাম্প্রতিক রায়টি হাতে থাকা বিষয়টির উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। বিধির আইনী ইতিহাসের কথা উল্লেখ করার সময়, এই আদালত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইন সম্পর্কিত জাতিসংঘ কমিশনের ইনসল্‌ভেন্সি আইন সম্পর্কিত আইন প্রণয়নকারী গাইডের কথা উল্লেখ করেছে। আইন প্রণয়নকারী গাইড যে বিষয়গুলির কথা বলেছিল তার মধ্যে একটি ছিল যে ঋণটি বৈধ বিরোধ বা সেট-অফের বিষয় কিনা, ঋণের পরিমাণের সমান বা তার চেয়ে বেশি পরিমাণ। আরেকটি বিষয় বলা হয়েছিল যে 'দেউলিয়া প্রক্রিয়ার অনুপযুক্ত ব্যবহার ঘটবে ১n ক্ষেত্রে যেখানে কোনও ঋণদাতা ঋণ প্রয়োগকারী পদ্ধতির অনুপযুক্ত বিকল্প হিসাবে দেউলিয়া ব্যবহার করে, যদিও সেগুলি ভালভাবে উন্নত নাও হতে পারে, (রায়ের অনুচ্ছেদ ১৩ দেখুন)

৮. বিল অফ দ্য ইনসল্‌ভেন্সি বিধির সঙ্গে সংযুক্ত ধারাগুলির নোটগুলিও এই আদালত রায়ের ২৭ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছে। এই ধারাগুলির নোটগুলির গুরুত্বপূর্ণ বাক্যটি পুনরুত্পাদন করা দরকার, যা নীচে করা হয়েছেঃ-

> "এটি নিশ্চিত করে যে পরিচালন ঋণদাতারা, যাদের ঋণের দাবি সাধারণত ছোট হয়, তারা কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে অকালে দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়ায় রাখতে বা বহিরাগত বিবেচনার জন্য প্রক্রিয়া শুরু করতে সক্ষম হয় না।"

৯. এই আদালত আরও লক্ষ্য করেছে যে মূল বিলটি যা শেষ পর্যন্ত কোডে পরিণত হয়েছিল তার অভিব্যক্তি ছিল "যথার্থ বিরোধ" একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সংজ্ঞা রয়েছে। এটি লক্ষণীয় যে কোডটি কার্যকর হওয়ার সময় "যথার্থ" অভিব্যক্তিটি বাদ দেওয়া হয়েছিল। (রায়ের ৩২ অনুচ্ছেদ দেখুন)

১০. ধারা ৮ উল্লেখ করার পর, রায়টি বলে যে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল বিরোধের অস্তিত্ব এবং/অথবা একটি মামলা বা

-সালিশ প্রক্রিয়া অবশ্যই পূর্ব-বিদ্যমান হতে হবে অর্থাৎ অবশ্যই ডিমান্ড নোটিশ বা চালান প্রাপ্তির আগে বিদ্যমান থাকতে হবে, যা-ই হোক না কেন।

১১. অতএব, বিচারকারী কর্তৃপক্ষকে আইনের ৯ ধারার অধীনে কোনও আবেদন পরীক্ষা করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্ধারণ করতে হবেঃ-

(i) লক্ষ টাকার বেশি সংজ্ঞায়িত "পরিচালন ঋণ" আছে কি না? (আইনের ৪ ধারা দেখুন)

(ii) আবেদনের সাথে উপস্থাপিত ডকুমেন্টারি প্রমাণ কি দেখায় যে পূর্বোক্ত ঋণ ১s বকেয়া এবং প্রদেয় এবং এখনও পরিশোধ করা হয়নি?

(iii) পক্ষগুলির মধ্যে কোনও বিরোধের অস্তিত্ব আছে কিনা বা এই ধরনের বিরোধের ক্ষেত্রে পরিশোধ না করা পরিচালন ঋণের ডিমান্ড নোটিশ প্রাপ্তির আগে দায়ের করা মামলা বা সালিশ কার্যধারার রেকর্ড রয়েছে কিনা?

যদি উপরোক্ত শর্তগুলির মধ্যে কোনও একটির অভাব থাকে, তবে আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করতে হবে। উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও, বিচারক কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই উপরে বর্ণিত ধারা ৯-এর আদেশ এবং বিশেষত আইনের ধারা ৯ (৫)-এর আদেশ অনুসরণ করতে হবে এবং আইনের ধারা ৯ (৫)-এ উল্লিখিত কারণগুলির উপর নির্ভর করে আবেদনটি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। (অনুচ্ছেদ ৩৪)।

১২. অনুচ্ছেদে, এই আদালত সতর্ক করেছেঃ

"আমরা এটাও দেখেছি যে পরিচালন ঋণ আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য হল এই ধরনের ঋণের পরিমাণ, যা সাধারণত আর্থিক ঋণের তুলনায় কম হয়, তা পরিচালন ঋণদাতাদের কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে অকালে দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়ায় রাখতে বা প্রক্রিয়া শুরু করতে সক্ষম করে না। এই কারণে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ থাকা যথেষ্ট।

পরিশেষে, আইনটির সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ ছিলঃ-

"৫১. অতএব, এটি স্পষ্ট যে একবার কার্যকরী ঋণদাতা একটি আবেদন দায়ের করলে, যা অন্যথায় সম্পূর্ণ, বিচারকারী কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই ধারা ৯ (৫) (২) (ডি) এর অধীনে আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করতে হবে যদি কার্যকরী ঋণদাতার দ্বারা বিরোধের নোটিশ পাওয়া যায় বা তথ্য উপযোগে বিরোধের রেকর্ড থাকে। এটি স্পষ্ট যে এই ধরনের নোটিশটি অবশ্যই কার্যকরী ঋণদাতার নজরে আনতে হবে যে কোনও বিরোধের "অস্তিত্ব" বা পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ সম্পর্কিত মামলা বা সালিশ প্রক্রিয়া বিচারাধীন রয়েছে। অতএব, এই পর্যায়ে বিচারক কর্তৃপক্ষকে যা দেখতে হবে তা হল এমন কোনও যুক্তিসঙ্গত যুক্তি আছে কি না যার জন্য আরও তদন্তের প্রয়োজন এবং "বিরোধ" কোনও স্পষ্টভাবে দুর্বল আইনি যুক্তি বা প্রমাণ দ্বারা অসমর্থিত সত্যের দাবি নয়। এরিনকে চাফ থেকে আলাদা করা এবং একটি জাল প্রতিরক্ষা প্রত্যাখ্যান করা গুরুত্বপূর্ণ যা নিছক ধোঁকাবাজি। তবে, এটি করার সময়, আদালতকে সন্তুষ্ট হওয়ার দরকার নেই যে প্রতিরক্ষা সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আদালত এই পর্যায়ে উপরে উল্লিখিত পরিমাণ ব্যতীত বিরোধের গুণাগুণ পরীক্ষা করে না। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনও বিরোধ প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান থাকে এবং এটি জাল, অনুমানমূলক বা বিভ্রান্তিকর না হয়, ততক্ষণ বিচারকারী কর্তৃপক্ষকে আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

১৩. এই রায়ের পরে, এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে পরিচালন ঋণদাতারা অকালে অথবা বহিরাগত বিবেচনার জন্য অথবা ঋণ প্রয়োগের পদ্ধতির বিকল্প হিসাবে ইনসল্ভেন্সি কোড ব্যবহার করতে পারবেন না। পরিচালন ঋণের উদ্বেগজনক ফলাফলে বলা যায় যে, দুই লক্ষ টাকার সামান্য পরিমাণের জন্য একটি সালিশ পুরস্কার রয়েছে, যা সম্ভবত অন্যথায় কয়েক কোটি টাকার একটি দ্রাবক সংস্থাকে বিপদে ফেলতে পারে না। এই ধরনের সংস্থা তার অধিকারের মধ্যে থাকবে যে এটি তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত সালিশ পুরস্কারকে বিরোধ করছে এবং কেবলমাত্র বিরোধের তথ্যই এটি বলার জন্য যথেষ্ট হবে যে এটি পুরষ্কারের বিরোধিতা করে। এই ধরনের

মোবিলক্স ইনোভেশনস (উপরে উল্লিখিত)-এর ৩৮ নং অনুচ্ছেদের মধ্যে একটি মামলা স্পষ্টভাবে আসবে, যেহেতু পক্ষগুলির মধ্যে একটি পূর্ব-বিদ্যমান চলমান বিরোধের মামলা। এই কোডটি দুই লক্ষ টাকার এই পরিমাণ অর্থ উত্তোলনের জন্য ব্যবহার করা যাবে না, যদিও এটি শেষ পর্যন্ত প্রদেয় নাও হতে পারে কারণ সে সম্পর্কিত বিচার প্রক্রিয়া এখনও মুলতুবি রয়েছে। আমরা পুনরাবৃত্তি করি যে বিধির উদ্দেশ্য, অন্তত কার্যকরী ঋণদাতাদের ক্ষেত্রে, কোনও কর্পোরেট ঋণদাতার বিরুদ্ধে দেউলিয়া প্রক্রিয়াটি কেবল স্পষ্ট ক্ষেত্রেই স্থাপন করা যেখানে ঋণের বিষয়ে পক্ষগুলির মধ্যে প্রকৃত বিরোধ বিদ্যমান নেই।

১৪. মিঃ ব্যানার্জি আমাদের ইংরেজ ও সিঙ্গাপুর আদালতের কিছু রায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। রি এ কোম্পানিতে-ভিক্টরি হাউস বিচারপতিনারেল পার্টনার লিমিটেড বনাম আরজিবি পি অ্যান্ড সি লিমিটেড [২০১৮] ই. ডব্লিউ. এইচ. সি ১১৪৩ (চ), হাইকোর্টের চ্যান্সেরি বিভাগ, এমন একটি পরিস্থিতিতে যেখানে যুক্তরাজ্যের আদালতগুলির অবসানের এখতিয়ার আকর্ষণ করার জন্য একটি ঋণকে "সৎভাবে" বিতর্কিত হতে হবে, এটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে এমনকি এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে কোনও রায় ঋণ আর বিতর্কিত ঋণ নয়, যেমনটি শেষ পর্যন্ত রায় দেওয়া হয়েছে, তবুও যদি এমন কোনও ক্রস-দাবি থাকে যার উপর বিচার করা হচ্ছে, বা যা এমনকি বিচারিক প্রক্রিয়ায় পৌঁছায়নি, তবে অবসানের আদেশটি বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট হবে। বিদ্বান বিচারক নিম্নলিখিত হিসাবে রে বে অয়েল এসএ [১৯৯৯] ১ ডাব্লুএলআর ১৪৭-এর রায়টি উল্লেখ করেছেন এবং উপসংহারে পৌঁছেছেনঃ-

> ২৭. এটি অবশ্যই একটি বিতর্কিত ঋণের মামলা নয়। একটি রায় ঋণ রয়েছে এবং এটি অবিলম্বে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে, মিঃ চিভার্স রি বায়য়েল এসএ [১৯৯৯] ১ ডাব্লুএলআর ১৪৭-এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যা একটি বিতর্কিত ঋণের সাথে জড়িত নয়, বরং কোম্পানির দ্বারা একটি ক্রস-দাবি জড়িত একটি মামলা নিয়ে কাজ করে, পিটিশনের বিষয় বা উদ্দেশ্যযুক্ত পিটিশন, যেখানে ক্রস-দাবির পরিমাণ পিটিশনের ঋণের চেয়ে বেশি। রি বেওইল-এর শিরোনামটি প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি আবৃত্তি করে। আবেদনকারী মাল পরিবহনের জন্য দাবি করেছিলেন। প্রতিষ্ঠিত আইনটি হ 'ল মালবাহী দাবির ক্ষেত্রে সেট-অফের কোনও প্রতিরক্ষা উপলব্ধ নেই। দাবিটি সালিশের কাছে গিয়েছিল এবং সালিসকারীরা আবেদনকারীর পক্ষে একটি পুরষ্কার দিয়েছিলেন। এরপর আবেদনকারী সালিসি রায় দ্বারা নির্ধারিত অর্থের ভিত্তিতে একটি পিটিশন পেশ করেন। কোম্পানিটি আবেদনটি খারিজ করার জন্য আবেদন করে বা এই ভিত্তিতে স্থগিত রাখে যে পিটিশনের ঋণের চেয়ে বেশি পরিমাণে তার একটি প্রকৃত এবং গুরুতর পাল্টা দাবি রয়েছে। এটি সেই ক্ষেত্রে বিস্তারিত বিষয় ছিল, যা কোম্পানি তার যে পাল্টা দাবির মামলা এগিয়ে নেওয়ার জন্য সামনে রেখেছিল, যে এটি মামলা করতে সক্ষম হয়নি।

পরে রি বেয়য়েল নিয়ে আলোচনা করা মামলাগুলি স্পষ্ট করে দেয় যে পাল্টা দাবির বিরুদ্ধে মামলা করার ক্ষমতা বা অক্ষমতা এই ক্ষেত্রে নীতির সারমর্ম নয়। তাই আমি এটিকে একটিতে "

৩২. তাই আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে নবাগত ক্রস-দাবি, মিস্টার চিভার্স আমাকে যে পুনর্বাসনের দাবিটি ব্যাখ্যা করেছেন, তা যথেষ্ট ভিত্তিতে একটি সৎ ক্রস-দাবি। আমার কোনও সন্দেহ নেই যে এটি একটি সৎ দাবি। আমার কোনও সন্দেহ নেই যে এটি যথেষ্ট ক্ষয়প্রাপ্তিতে রয়েছে। এই মুহূর্তে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটি একটি দাবি যা সফল হবে তবে আমার এতদূর যাওয়ার দরকার নেই....."

৩৪. আমি যা বলেছি তা কোনওভাবেই রায়ের বাধ্যতামূলক চরিত্র থেকে বিচ্যুত করে না যা করা হয়েছে। এটা বলা শক্ত বলে মনে হতে পারে যে নিয়োগকর্তা, তার বিরুদ্ধে একটি রায় মেনে চলতে ব্যর্থ হওয়ার পরেও, অবসানের সাথে জড়িত পরিণতি থেকে বাঁচতে হবে, তবে আমার কাছে মনে হয় যে বেয়য়েল মামলায় এটাই উপযুক্ত বলে মনে করা হয়েছিল এবং এই মামলার তথ্যে, আমি এটিকে আরও ন্যায্য ফলাফল হিসাবে বিবেচনা করি যা বিকল্প আবেদনকারীর পক্ষে যুক্তি দিয়েছিল।

১৫. সিঙ্গাপুর হাইকোর্টের একটি সাম্প্রতিক রায়, লিম পোহইয়ো (ওরফে লিম অ্যাস্টার) এবং টিএস ওং কনস্ট্রাকশন পিটিই লিমিটেড [২০১৬] এসজিএইচসি ১৭৯ মধ্যে রয়েছে, মিঃ ব্যানার্জি দ্বারাও উল্লেখ করা হয়েছিল। আবার, এমন একটি পরিস্থিতিতে যা ইনসল্ভেন্সি আইন প্রয়োগ না করার আগে অনেক বেশি সীমা অতিক্রম করতে হবে বলে বলা যেতে পারে, সিঙ্গাপুর হাইকোর্ট দেউলিয়া আইনের অধীনে তৈরি নিয়মের ৯৮ (২) (এ) উল্লেখ করেছে। উক্ত নিয়মে বলা হয়েছে যে যেখানে কোনও ঋণগ্রহীতার বৈধ পাল্টা দাবি বা ক্রস-ডিমান্ড রয়েছে যা ঋণের পরিমাণের সমতুল্য বা তার বেশি বলে মনে হয়, সেখানে এই ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে দেউলিয়া প্রক্রিয়া করা হবে না। এটি একই প্রভাবের জন্য সুপ্রিম কোর্টের অনুশীলন নির্দেশাবলীকেও উল্লেখ করেছে, (উল্লিখিত রায়ের ৪৩ ও ৪৫ অনুচ্ছেদ দেখুন)

১৬. আমরা এখন উত্তরদাতার জন্য বিদ্বান কৌঁসুলির দ্বারা উল্লিখিত কিছু রায়ে আসি। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে যুক্তরাজ্যের রায়ে উল্লিখিত অনুশীলন নির্দেশনা এবং এলকেএম ইনভেস্টমেন্ট হোল্ডিংস পিটিই লিমিটেড বনাম ক্যাথে থিয়েটারস পিটিই লিমিটেড-এ উল্লিখিত সিঙ্গাপুর হাইকোর্টের রায় উভয়ই এমন পরিস্থিতিতে রয়েছে যেখানে ঋণটি সৎভাবে বিতর্কিত হওয়া দরকার, যা আমাদের বিধির অধীনে পরিস্থিতি নয়। এই কারণে, উত্তরদাতার পক্ষে বিদ্বান পরামর্শদাতার সাথে একমত হওয়া সম্ভব নয় যে একটি রায় বা ফরমান বিরোধ করে একটি মুলতুবি কার্যক্রম

কোনও ট্রাইব্যুনাল বা আদালতের তাতে থাকা ঋণকে বিতর্কিত ঋণ হিসাবে গ্রহণ করবে না।

১৭. রামসে হেলথ কেয়ার অস্ট্রেলিয়া পিটি লিমিটেড বনাম অ্যাড্রিয়ান জন কম্পটন [২০১৭] এইচসিএ ২৮-এর ১ নং অনুচ্ছেদে অস্ট্রেলিয়ান হাইকোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করে দেখানো হয়েছে যে, যেখানে প্রতিকূল মামলা মোকদ্দমার যোগ্যতা পরীক্ষা করার পরে একটি রায় ঋণ প্রাপ্ত হয়েছে, তখন জালিয়াতি, যোগসাজশ বা ন্যায়বিচারের গর্ভপাতের কিছু প্রমাণের অভাবে, দেউলিয়া এখতিয়ার প্রয়োগকারী আদালতের বিচারে যে ঋণ উঠে এসেছিল তা সত্যই বকেয়া ছিল কিনা তা তদন্ত করার জন্য খুব কমই যথেষ্ট কারণ থাকবে। অস্ট্রেলিয়ার হাইকোর্টের ক্ষেত্রে, আমরা কেবল বলতে পারি যে মোবিলক্স ইনোভেশনস (উপরে) অনুসরণ করে অস্ট্রেলিয়ান আইনকে আমাদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা খুব কঠিন হবে। এই কারণেই মোবিলক্স ইনোভেশনস (সুপ্রা)-এ আমাদের রায় স্পষ্ট করে দিয়েছে যে দেউলিয়া প্রক্রিয়া, বিশেষ করে কার্যকরী ঋণদাতাদের ক্ষেত্রে, অন্যান্য সংবিধিগুলিতে অন্তর্ভুক্ত ঋণের বিচারমূলক এবং প্রয়োগকারী প্রক্রিয়াটিকে বাইপাস করার জন্য ব্যবহার করা যাবে না। অতএব, আমরা মনে করি যে অস্ট্রেলিয়ান হাইকোর্ট দ্বারা নির্ধারিত জালিয়াতি, যোগসাজশ বা ন্যায়বিচারের গর্ভপাতের উচ্চতর সীমা আমাদের বিধির অধীনে পরিস্থিতির কোনও প্রয়োগ করবে না।

১৮. আমরা জোর দিয়ে পুনরাবৃত্তি করছি যে, আমাদের আইনের অধীনে, কার্যকরী ঋণের ক্ষেত্রে, এই সমস্ত বিষয়ই দেখতে হবে যে, উক্ত ঋণকে বিতর্কিত বলা যেতে পারে কি না, এবং আমাদের এটা বলার ক্ষেত্রে কোনও সন্দেহ নেই যে, একটি সালিসী পুরস্কারের বিরুদ্ধে ৩৪ ধারার পিটিশন দাখিল করা প্রমাণ করে যে, একটি পুরষ্কারের কার্যধারার প্রথম পর্যায়ে শেষ হওয়া একটি পূর্ব-বিদ্যমান বিরোধ পুরষ্কারের পরেও অব্যাহত থাকে, অন্তত ৩৪ এবং ৩৭ ধারার অধীনে চূড়ান্ত বিচার প্রক্রিয়া না হওয়া পর্যন্ত।

১৯. আমরা আরও যোগ করতে পারি যে, এমন কিছু মামলা থাকতে পারে যেখানে কোনও সালিসী রায়কে বিরোধ করে ৩৪ ধারার আবেদন স্পষ্টভাবে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ করা যেতে পারে, যাতে আদালতের কাছে এটি প্রদর্শিত করা যেতে পারে যে ৯০ দিনের সময়সীমা এবং ৩০ দিনের বিবেচনার মেয়াদ স্পষ্টভাবে শেষ হয়ে গেছে, যার পরে ৩৪ ধারার অধীনে কোনও পিটিশন দায়ের করা হয়নি বা ৩৪ ধারার অধীনে বিলম্বিত পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। এটি কেবলমাত্র এমন স্পষ্ট ক্ষেত্রেই যে দেউলিয়া প্রক্রিয়াটি কার্যকর করা যেতে পারে।

২০. আমরা আরও যোগ করতে পারি যে, এমন অন্যান্য মামলাও থাকতে পারে যেখানে ভুল আদালতে ৩৪ ধারার আবেদন দায়ের করা হতে পারে, যার ফলস্বরূপ আবেদনকারী সালিসি আইনের ধারা ৩৪ (৩)-এ নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার সীমা অতিক্রম করার জন্য সীমাবদ্ধতা আইনের ১৪ ধারার আবেদন দাবি করতে পারেন।

এই ধরনের ক্ষেত্রেও এটা স্পষ্ট যে, সীমা আইনের ধারা ১৪-এর প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে রায় না দিয়ে দেউলিয়া প্রক্রিয়াটি কার্যকর করা যাবে না।

২১. উত্তরদাতার পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলির জমা দেওয়ার বিষয়ে, যে মিঃ ব্যানার্জির মক্কেলের দ্বারা ১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার পরিমাণ স্বীকার করা হয়েছিল, যেমনটি সালিসী পুরস্কারে রেকর্ড করা হয়েছিল, এটি বলার জন্য যথেষ্ট যে এই পরিমাণের অনেক বেশি অর্থের ক্রস-দাবি সালিসী ট্রাইব্যুনাল দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, যা উক্ত পুরষ্কারকে বিরোধ করে একটি ধারা ৩৪ পিটিশনে বিচারাধীন রয়েছে। এই সত্য যে সম্ভাবনা রয়েছে যে মিঃ ব্যানার্জির মক্কেল এই ক্রস-দাবির উপর সফল হতে পারে এই বলার জন্য যথেষ্ট যে বর্তমান ক্ষেত্রে পরিচালন ঋণকে একটি অবিসংবাদিত ঋণ বলা যায় না।

২২. আমরা মিঃ ব্যানার্জির এই বক্তব্যও মেনে নিচ্ছি যে, আপিল ট্রাইব্যুনাল বিধির ২৩৮ ধারা উল্লেখ করার ক্ষেত্রে ভুল করেছে। বর্তমান ক্ষেত্রে কোড এবং সালিসি আইনের মধ্যে কোনও অসঙ্গতি থাকলে বিধির ২৩৮ ধারা প্রযোজ্য হবে। আমরা এ ধরনের কোনও অসঙ্গতি দেখতে পাচ্ছি না। অন্যদিকে, সালিসি আইনের অধীনে প্রদত্ত রায় এবং তার বিরোধের জন্য নেওয়া পদক্ষেপগুলি কেবল স্পষ্ট করে দেবে যে বর্তমান ক্ষেত্রে পরিচালন ঋণ বিতর্কিত।

২৩. আমরা এটাও মনে করি যে, আপিল ট্রাইব্যুনাল যখন ২০১৬ সালের বিধিমালার ফর্ম ৫-এর অংশ ৫-এর উপর নির্ভর করে বলে যে, পরিচালন ঋণ তাই প্রমাণিত হবে, তখন মোবিলক্স ইনোভেশনস (উপরে)-এর ৩৪ নং অনুচ্ছেদে গুরুত্বপূর্ণ উপ-ধারা (১১১)-টি বাদ পড়ে যায়। এমনকি যদি এটি স্পষ্ট হয় যে পরিচালন ঋণের রেকর্ড রয়েছে, তবে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে উক্ত ঋণ বিতর্কিত হবে না। যদি মোবিলক্স ইনোভেশনস (উপরে)-এ নির্ধারিত পরামিতিগুলির মধ্যে বিতর্কিত হয়, তবে একটি দেউলিয়া পিটিশন আরও এগিয়ে নেওয়া যাবে না।

২৪. এই সমস্ত কারণে, আমরা মনে করি যে আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়টি বাতিল করা দরকার এবং তাই এটি বিপরীত হয়।

২৫, তদনুসারে, আপিলগুলি পূর্বোক্ত শর্তাবলীতে অনুমোদিত।

২৬, ফলস্বরূপ, আমাদের ১৫.১২.২০১৭ তারিখের আদেশ অনুসারে যে ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে, তা বাতিল হয়ে যায়।

দেবিকা গুজরাল *আপিল অনুমোদিত।*

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu